ভারতফেরত যাত্রীদের নিজ খরচে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন

ভারতফেরত যাত্রীদের নিজ খরচে ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশনা দিয়েছে সরকার।

দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ায় মঙ্গলবার বিকালে এ ধরনের নির্দেশনার একটি প্রজ্ঞাপন বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ ও স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছেছে।

গত বছরের একই সময়ে ভারত থেকে আসা পাসপোর্ট যাত্রীরা সরকারি অর্থায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। যাত্রীদের এবার নিজ খরচে থাকতে হবে কোয়ারেন্টিনে। ফলে দুশ্চিন্তা ও হতাশায় পড়েছেন যাত্রীরা। সরকারি অর্থায়নে কোয়ারেন্টিন চালুর দাবি জানিয়েছেন যাত্রীরা।

হঠাৎ করে নির্দেশনা আসায় পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় এ মুহূর্তে ভারতফেরত যাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রাখা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানায় ইমিগ্রেশন স্বাস্থ্য বিভাগ। পরিবেশ তৈরি করে আগামী দুদিনের মধ্যে কোয়ারেন্টিন চালুর কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে।

ভারত থেকে আসা ভারতীয় যাত্রী নর্মিলা দেবনাথ জানান, করোনা টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ থাকায় আমাকে বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। তবে আমাকে বাড়িতে গিয়ে ১৫ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

তবে ফেরার পথে পকেটে বাস ভাড়া ছাড়া আর কোনো টাকা থাকে না। ১৪ দিনের ব্যক্তিগত খরচে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকব কীভাবে? সরকারিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেবার দাবি জানান তিনি।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. শুভাশিষ রায় আশরাফুজ্জামান বলেন, নির্দেশনা পাওয়ার পর যাত্রীদের কোয়ারেন্টিনে রাখার পরিবেশ তৈরি করতে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ যৌথভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রতিটি যাত্রীর করোনা রিপোর্ট দেখা হচ্ছে। যাদের নেই তাদের যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।

বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে শুধু বিজনেস ও মেডিকেল ভিসায় যাত্রী পারাপার করছেন। প্রতিদিন এক হাজার থেকে ১৫০০ যাত্রী যাতায়াত করছে দুই দেশের মধ্যে। ফেরত আসা এসব যাত্রীর ৮০ শতাংশ মেডিকেল ভিসার যাত্রী। বাকি যাত্রীরা যাচ্ছেন বিজনেস ও কূটনৈতিক ভিসায়। ভারত সরকার গত বছরের ১৩ মার্চ বন্ধ করে দেয় ট্যুরিস্ট ভিসা।

অবশেষে আ. লীগ ছাড়লেন কাদের মির্জা

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই বসুরহাট পৌরসভার মেয়র আবদুল কাদের মির্জা দল থেকে পদত্যাগ করেছেন।

বুধবার দুপুর ১২টার দিকে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে লাইভে এসে তিনি এ ঘোষণা দেন।

কাদের মির্জা কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য পদে ছিলেন। এই পদে তিনি আর থাকবেন না বলে জানিয়েছেন।

পদত্যাগের ঘোষণায় বসুরহার পৌরসভার মেয়র কাদের মির্জা বলেন, অতীতে যে প্রতিশ্রুতি গুলো দিয়েছি তা রক্ষা করে আমি বিদায় নিতে চাই। আমি আর প্রশ্নবিদ্ধ হতে চাই না, আমি দল থেকে বিদায় নিচ্ছি। এতদিন আ.লীগের মির্জা ছিলাম। আওয়ামী লীগের মির্জা আজ থেকে আমি নেই। কোনো শক্তি আমাকে আর আ.লীগের মির্জা বানাতে পারবে না। তবে তিনি নিজের ঘোষিত উপজেলা আ.লীগের কমিটিকে দূর থেকে সহযোগিতা করবেন বলে জানান।

দলে সম্মান না পাওয়ার অভিযোগ করে ওবায়দুল কাদেরে ভাই বলেন, আমি সব অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে কথা বলে এখন সবার কাছে খারাপ হয়ে গেছি। যে দলে সম্মান নাই সেখানে আমি থাকবো না। আমি বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সদস্য হয়েছি সেখানে থেকেই কাজ করবো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনি একসঙ্গে না পারলেও ধীরে ধীরে দলের দুর্নীতিবাজদের লাগাম টেনে ধরুন। যারা বেশি অনিয়মকারী তাদেরকে দল থেকে বের করে দিন।

তিনি আরও বলেন, দিনের বেলা আলাদা রাজনীতি করলেও রাতের বেলা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি মিলে হোটেলে একসঙ্গে হয়ে যায়। এরা জাতীয় অপকর্ম পার্টি গঠন করেছে।
বড় ভাই ওবায়দুল কাদেরকে উদ্দেশে তিনি বলেন, তিনি পদপদবীর জন্য অপশক্তিদের কাছে মাথা নত করেছেন।

উল্লেখ্য, কাদের মির্জা নোয়াখালীর বসুরহাট পৌরসভায় আওয়ামী লীগের মনোনয়নে মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। মেয়র নির্বাচনের আগে থেকে মির্জা কাদের দলের কিছু নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের বিরেুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নেন। গণমাধ্যমে তাদের সমালোচনা করে বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন। ক্ষমতাসীন দলের নেতা হয়েও তিনি নানা ইস্যুতে অবরোধ হরতাল করে আসছিলেন। তাকে নিয়ে দল বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে বলেও বহু নেতা অভিযোগ করেন। অবশেষে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিলেন মির্জা কাদের।

আর কোনো নির্বাচনে অংশ নেবেন না কাদের মির্জা

আলোচিত রাজনীতিবিদ ও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই আবদুল কাদের মির্জা দল থেকে পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানিয়ে তিনি ঘোষণা দেন, আর কোনো নির্বাচনে অংশ নেবেন না, জনপ্রতিনিধিত্ব করবেন না।

বুধবার দুপুরে নিজের ফেইসবুক অ্যাকাউন্টে স্ট্যাটাস দিয়ে এ ঘোষণা দেন তিনি।

ফেসবুক স্ট্যাটাসে কাদের মির্জা লেখেন, ‘আমি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করলাম। ভবিষ্যতে কোনো রকম কোনো জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব না। ভবিষ্যতে আমি কোনো রকম কোনো দলীয় পদ-পদবির দায়িত্ব নেব না।’

এর আগে তিনি দুপুর ১২টার দিকে নিজের ফেইসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে লাইভে এসে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা দেন কাদের মির্জা।

এ সময় তিনি বলেন, ‘অতীতে যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছি, তা রক্ষা করে আমি বিদায় নিতে চাই। প্রশ্নবিদ্ধ আমি আর হতে চাই না।’

দল থেকে বিদায় নিচ্ছেন জানিয়ে কাদের কাদের মির্জা বলেন, ‘এতদিন আওয়ামী লীগের মির্জা ছিলাম। আওয়ামী লীগের মির্জা আজ থেকে আমি নেই। কোনো শক্তি আমাকে আর আওয়ামী লীগের মির্জা বানাতে পারবে না।’

বিদায় বেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনি একসঙ্গে না পারলেও ধীরে ধীরে দলের দুর্নীতিবাজদের লাগাম টেনে ধরুন। যারা বেশি অনিয়মকারী তাদেরকে দল থেকে বের করে দিন। ‘প্রধানমন্ত্রীকে বলবো আপনি মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন, কিন্তু আপনার প্রশাসন মাদককে সহযোগিতা করছে। আর এখনি ঘোষণা দিন যে, সংসদ সদস্যসহ যে কোনো প্রতিনিধি বা পদে আসতে মাদক ও নারীর সঙ্গে থাকতে পারবে না। ডোপ টেস্ট করে চাকরিতে যোগদান করান।’

ওবায়দুল কাদেরের সমালোচনা করে বলেন, ‘তিনি পদপদবীর জন্য অপশক্তিদের কাছে মাথা নত করেছেন। যেদিন আমার ছোটভাই (দেলোয়ার) ফাঁসি দিয়ে মারা গেছে সে দিনই তার সঙ্গে (ওবায়দুল কাদের) সম্পর্ক মানসিকভাবে দূরে সরে গেছে।’

কাদের মির্জা ওবায়দুল কাদেরের সাবেক এপিএস বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি এটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন মানিকের সমালোচনা করে বলেন, ‘সে চাকরিপ্রার্থী অনেক নারীর সাথে অনিয়ম করেছে, অবশেষে বিয়েও করেছেন অনিয়ম করে।’

উল্লেখ্য, কাদের মির্জা নোয়াখালীর বসুরহাট পৌরসভায় আওয়ামী লীগের মনোনয়নে মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মেয়র নির্বাচনের আগে থেকে মির্জা কাদের দলের কিছু নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নেন। গণমাধ্যমে তাদের সমালোচনা করে বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন। ক্ষমতাসীন দলের নেতা হয়েও তিনি নানা ইস্যুতে অবরোধ-হরতাল করে আসছিলেন। তাকে নিয়ে দল বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে বলেও বহু নেতা অভিযোগ করেন। অবশেষে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিলেন মির্জা কাদের।

জনসমাগম নিষিদ্ধ ঘোষণা

কোভিড-১৯ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে দুই সপ্তাহের জন্য ১৮টি জরুরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ কথা বলা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, উচ্চ সংক্রমণযুক্ত এলাকায় সব ধরনের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর সারাদেশে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়সহ সব ধরনের জনসমাগম সীমিত করা হয়েছে। বিয়ে, খেলাধুলাসহ সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।
মসজিদসহ সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন করতে হবে।

গণপরিবহনে বর্তমানে যে যাত্রী চলাচল করছে তার অর্ধেকের বেশি পরিবহন করা যাবে না। অর্থাৎ ধারনক্ষমতার অর্ধেকের বেশি যাত্রী পরিবহন করা যাবে না। কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে গণপরিবহণে চলতে হবে।
সংক্রমণের উচ্চ ঝুকির এলাকায় আন্ত:জেলা যান চলাচল সীমিত করতে হবে, প্রয়োজনে বন্ধ রাখতে হবে।

দেশবাসীর কাছে দোয়া চাইলেন আশরাফুল

জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল মহামারি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান বলেন, দোয়া করবেন যেন দ্বিতীয় পরীক্ষায় সুখবর পাই। আমার শরীরে কোনো ধরনের উপসর্গ নেই, কোনো অসুবিধাও নেই।

প্রথম পরীক্ষায় আশরাফুলের পজিটিভ হওয়ায় দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য নমুনা দিয়েছেন তিনি। সোমবার পাওয়া যাবে দ্বিতীয় পরীক্ষার ফল।

আশরাফুলের ব্যাপারে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) চিকিৎসক মনজুর হোসেন চৌধুরী বলেন, শনিবার আশরাফুলের নমুনা নেওয়া হয়েছিল। আজ ফল পজিটিভ এসেছে। অনেক ভুল রিপোর্ট আসছে। এজন্য তার দ্বিতীয়বার পরীক্ষার নমুনা নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় ক্রিকেট লিগে বরিশাল বিভাগের হয়ে খেলছেন আশরাফুল। জাতীয় লিগে খেলার জন্যই তার করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

দুঃখ প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর, যা বললেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে

স্কুল-কলেজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে রোববার দুপুরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ দুঃখ প্রকাশ করেন।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে সভাপতির বক্তব্য দেন শেখ হাসিনা। এ সময় তিনি বলেন, আমরা স্কুল কলেজগুলো খুলে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু এখন হঠাৎ করে করোনার প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়াতে আমরা এখন নয়, রোজার ঈদের পরে স্কুল-কলেজ-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেব। আর এই ফাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেসবের মেরামত লাগবে সেসব কাজ সরকার করে দেবে। পাশাপাশি দেশের উন্নয়নের কাজগুলো চলতে থাকবে, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা যাতে অব্যাহত থাকে সে প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রাখব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সেই আদর্শের ভিত্তিতেই আজকে উন্নয়নের মহাসড়কে চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে থেমে থাকলে চলবে না, আমাদের এই যাত্রা আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে।

এ সময় বিশ্বের সব অঞ্চল থেকেই রাষ্ট্রনেতারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব এবং সেটা দেওয়ার মতো দক্ষতা বাংলাদেশ অর্জন করেছে। আর সেই অর্জন করেছে বলেই আজকে সারাবিশ্ব, বাংলাদেশের জনগণকে সম্মানিত করেছে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে। এটা আমাদের সম্মানের, এটাই আমাদের স্বার্থকতা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করেই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিববর্ষে এটিই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

সব রেকর্ড ভেঙে ভারতে একদিনে ৬৮ হাজার আক্রান্ত

কোভিড-১৯ মহামারি মারাত্মক আকার ধারন করেছে ভারতে। দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৮ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। যা গত ৫ মাসের মধ্যে দৈনিক সংক্রমণে দেশটিতে সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড।

সোমবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত ও প্রাণহানির পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারসের তথ্যানুযায়ী, সোমবার সকাল ১০ টা পর্যন্ত গত একদিনে ভারতে ৬৮ হাজার ২০৬ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে যা একই সময়ে বিশ্বে সর্বাধিক।

আর ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, গত একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৮ হাজার ২০ জন। মারা গেছেন ২৯১ জন। খবর এনডিটিভির। নতুন আক্রান্ত নিয়ে ভারতে মোট করোনা সংক্রমণ ১ কোটি ২০ লাখ ৩৯ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। সংক্রমণের বৈশ্বিক তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে দেশটি। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনায় আরও ২৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট মৃতের সংখ্যা ১ লাখ ৬১ হাজার ৮৮১ জনে দাঁড়িয়েছে।

করোনায় মৃতের বৈশ্বিক তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির অবস্থান চতুর্থ। করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুতে শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকা ব্রাজিলে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৪ হাজারের বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ শতাধিক মৃত্যু হলেও ব্রাজিলে মারা গেছে তার তিন গুণ বেশি।

গত ২৪ ঘণ্টা বিশ্বে নতুন করে প্রায় ৪ লাখ ৮৬ হাজার করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে করোনার মোট সংক্রমণ প্রায় ১২ কোটি ৭৭ লাখ ৭০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। একদিনে আরও ৬ হাজার ৭৮৯ মৃত্যু নিয়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২৭ লাখ ৯৬ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১০ কোটি ২৯ লাখ ৫৩ হাজারের মতো রোগী।

অবশেষে মুক্ত সুয়েজ খালে আটকে থাকা সেই জাহাজ

মিসরের সুয়েজ খালে আটকে পড়া মালবাহী জাহাজটি অবশেষে মুক্ত হয়েছে।

স্থানীয় সময় সোমবার ভোররাতে জাহাজটি সরানোর কাজে থাকা ইঞ্চকেপ শিপিং সার্ভিসেস এ খবর দিয়েছে। খবর বিবিসির।

ছয় দিনেও সরানো সম্ভব না হওয়ায় ওই রুটের দুই প্রান্তে ৩০০ জাহাজের জট তৈরি হয়েছিল। শনিবার ভরা জোয়ারেও এমভি এভার গিভেন নামের জাহাজটি সরানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

টুইটারে দেওয়া এক বার্তায় উদ্ধারকারী দল জানায়, ৪০০ মিটার দীর্ঘ এবং ৫৯ মিটার প্রশস্ত খালের পাশের চরায় আটকে যাওয়া এভার গিভেনকে সফলভাবে ভাসিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে এবং জাহাজটি এখন নিরাপদ।

গত মঙ্গলবার ভূমধ্যসাগরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় ৪০০ মিটার লম্বা ও ৫৯ মিটার প্রশস্ত, দুই লাখ ২০ হাজার টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজটি উত্তরদিকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘুরে গিয়ে সংকীর্ণ খালটিতে আড়াআড়িভাবে আটকে যায়।

পানামায় নিবন্ধনকৃত এভার গিভেন জাহাজটি চীন থেকে নেদারল্যান্ডে পণ্য পরিবহণ করছিল।

সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তীব্র বাতাসের কারণে জাহাজটি খালের তীরের কাছে চরে আটকা পড়ে, তাছাড়া ধুলিঝড়ও তখন দৃষ্টিসীমাকে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেছে সুয়েজ খাল। এর ফলে সাগর পথে স্বল্পতম দৈর্ঘের মাধ্যমে এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশ সংযুক্ত হয়েছে। ৯৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই জলপথটিতে তিনটি প্রাকৃতিক হ্রদ আছে।

হেফাজতের কর্মী মারা যাওয়ার প্রতিবাদ করলেও নিশ্চুপ ভারত প্রশ্নে

সুবর্ণ জয়ন্তী পালন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বেশ সতর্ক এবং কৌশলী রাজনৈতিক অবস্থান

নিয়েছে বিএনপি। দলটি হেফাজতের ডাকা হরতালে সমর্থন দেয়নি। কিন্তু ‘স্বাধীনতা দিবসে মানুষ হত্যার’ প্রতিবাদে আগামীকাল ২৯ মার্চ ঢাকাসহ সারা দেশের মহানগরীগুলোতে সমাবেশ, বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। পরের দিন ৩০ মার্চ বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছে জেলায় জেলায়। অথচ যে সফরকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে, সেই ভারত বা প্রধানমন্ত্রীর মোদির বিরুদ্ধে দলটি ‘কৌশলী’ অবস্থান নিয়ে কোনো কথা বলছে না। গত কয়েক দিনে দলটি কথা বলছে কেবল সরকারের বিরুদ্ধে।

অবশ্য বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মতে, ‘এখানে কৌশলের কিছু নেই।’ তিনি বলেন, ‘বিএনপি গণমানুষের রাজনীতি করে। সুতরাং সেই মানুষকে যখন হত্যা করা হয়, তখন আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না। সে জন্যই আমরা প্রতিবাদ করছি, কর্মসূচি দিয়েছি।’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘বিএনপি ভারতবিরোধী কোনো দল নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও আমরা নই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে এসে সরকার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, এটি কারো কাম্য হতে পারে না।’

নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো জানাচ্ছে, কর্মসূচি ঘোষণার আগে গতকাল শনিবার বিকেলে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে আলোচনা করে এমন কৌশলী অবস্থান নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে আলোচনা হয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে মানুষের সেন্টিমেন্টের বাইরে বিএনপির যাওয়া ঠিক হবে না। তাদের মনোভাবের সঙ্গেই থাকতে হবে। ফলে দুই দিনের কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়ে গতকালই তা ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে ভারত বা সফররত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবস্থান স্পষ্ট না করার পক্ষেও মত দেন বিএনপির বেশির ভাগ নেতা। তাঁরা বলেন, হেফাজতের পক্ষ হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ঠিক এই মুহূর্তে যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে নিজেরা আগ্রহী হয়ে মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে ভালোই হয়েছে বলে বিএনপির বেশির ভাগ নেতা একমত হয়েছেন বলে জানা যায়।

ভিন্ন অপর একটি সূত্রে খবর নিয়ে জানা যায়, আজকের ডাকা হরতালের পক্ষে সমর্থন চেয়ে হেফাজতের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলেও বিএনপি তাতে সাড়া দেয়নি। তবে দলের কৌশলগত রাজনীতির বিষয়টি তাদের বুঝিয়ে বলা হয়েছে।

যদিও হেফাজতের হরতাল করার অধিকার আছে বলে দলগতভাবে মনে করে

বিএনপি। কর্মসূচি ঘোষণার পর গতকাল সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, ‘প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায়সংগত সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে প্রতিবাদ করার। সেখানে তারা যদি কোনো কর্মসূচি দেয় বা হরতাল আহ্বান করে, সেটা যৌক্তিক তো বটেই।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএনপির সিনিয়র একাধিক নেতা কালের কণ্ঠকে জানান, হেফাজতের ডাকা হরতালের সমর্থন না দেওয়ার বিষয়টি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে নেওয়া হয়েছে। কারণ ওই কর্মসূচিতে সমর্থন করা হলে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা জড়িত হয়ে বিএনপিকে আবারও বিপাকে ফেলার চেষ্টা করতে পারে—এমন শঙ্কা তাঁদের আছে। ২০১৫ সালের বিএনপির কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দলটির বিরুদ্ধে ‘অগ্নিসন্ত্রাসের’ অভিযোগ উঠেছিল, যার অনেকগুলোর সঙ্গে বিএনপি জড়িত নয় বলে পরবর্তীকালে জানা গেছে।

পাশাপাশি দলের ডানপন্থী অবস্থানও এই মুহূর্তে স্পষ্ট করতে রাজি নয় বিএনপি। দলটি এখন বেশি যোগাযোগ রাখছে ডাকসুর ভিপি নুরুল হকসহ ছাত্র অধিকার পরিষদের সঙ্গে। পাশাপাশি বামদের সঙ্গেও তারা সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ভোটের রাজনীতিতে হেফাজতকে বড় ফ্যাক্টর মনে করা হলেও দলটিকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থন হারানোর ভয় রয়েছে বিএনপির মধ্যে।

তবে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং জনমনে সৃষ্ট সেন্টিমেন্টের প্রতি সামঞ্জস্য রেখে সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিস্থিতির অবনতি হলে তারা কর্মসূচি আরো বাড়াবে। আজ রবিবার হরতালের মধ্যেও সারা দেশে ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের বিক্ষোভ কর্মসূচি রয়েছে।

গত শুক্রবার বিএনপির পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতেও বায়তুল মোকাররম মসজিদে মুসল্লিদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বিএনপি। কিন্তু ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেও সফররত প্রধানমন্ত্রী মোদি বা ভারতের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি দলটি।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘হেফাজতে ইসলামের কর্মী মারা যাওয়ায় তারা হরতাল ডেকেছে এবং এই হরতাল ডাকার অধিকার তাদের আছে। আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ভারত থেকে লোক এসে তো এ দেশে মানুষ মারেনি। ভারত থেকে আসা মেহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে সরকার এই মানুষ মেরেছে। তাই প্রতিবাদও সরকারের বিরুদ্ধে।’

স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে গিয়ে সরকার আজ মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে। সংগত কারণেই বিএনপির কর্মসূচি দিতে হয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘প্রতিবাদের ভাষা সব দলের সব সময় এক না-ও হতে পারে। নিজেদের কর্মী মারা যাওয়ার কারণে হেফাজত হরতাল দিয়েছে। আমরাও বিক্ষোভ করে প্রতিবাদ জানাব।’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ভারত বা সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলাটা বিএনপি রাজনৈতিক শিষ্টাচার বলে মনে করে না। কিন্তু এক দলকে ক্রেডিট দেওয়ার জন্য সমগ্র বিষয়টা সরকার যেভাবে হ্যান্ডল করছে, সে কারণেই পরিস্থিতি আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে।’

দর্শনার্থীদের টিউলিপ বাগান ভ্রমণের আহ্বান মোদির

পর্যটকদের জন্য প্রস্তুত ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের শ্রীনগরের টিউলিপ বাগান। আগামী মঙ্গলবার পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে এশিয়ার বৃহত্তম এই টিউলিপ বাগান। এই মুহূর্তে পর্যযটকদের কাশ্মীর ভ্রমণের জন্য বলছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

গত বছর করোনায় ১৩ লাখের মত টিউলিপ গাছেই শুকিয়ে গিয়েছে। এবার ১৫ লাখের মত ফুল ফুটছে বলে আশা করা হচ্ছে। এজন্য এবার পর্যটকদের মাধ্যমে গতবারের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে বলে আশা টিউলিপ বাগান কতৃপক্ষের।

টিউলিপ বাগানের পরিচালক ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন, কাউকে মাস্ক ছাড়া বাগানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হবে এবং স্যানিটাইজের ব্যবস্থা থাকবে। বুধবার এক টুইট বার্তায় টিউলিপ বাগানের ছবি শেয়ার মোদি লিখেছেন, ১৫ লাখের মত ৬৪

প্রজাতির টিউলিপ ফুল শোভা ছড়াচ্ছে। দর্শনার্থীদের জন্য মুক্ত রয়েছে টিউলিপ বাগান। আরেকটা টুইটে মোদি সবাইকে টিউলিপ বাগান ভ্রমণের আহ্বান জানিয়েছেন।
২০১৭ সালের হিসেব অনুযায়ী ১২০ একর জায়গাজুড়ে শ্রীনগরের টিউলিপ বাগান বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম টিউলিপ বাগান। মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যযন্ত টিউলিপ ফুলের সময়কাল।